COMPLIED AND CIRCULATED BY PROF. DR. RABINDRANATH MAITI
DEPARTMENT OF SANSKRIT, NARAJOLE RAJ COLLEGE

জ্ঞানযোগ

শ্রীমদভগবদ গীতায় সাক্ষাৎ ভগবানে দিব্যবাণীর মহিমা অসীম। এটি এক রহস্যময় গ্রন্হ সমস্তবেদে সারসংগ্রহরূপে শ্রীমদভগবদগীতা অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত এবং ৭০০ শ্লোকে কৃষ্ণদৈপায়ণ বেদব্যাস দ্বারা রচিত। মহাভারত যুদ্ধে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অর্জুনের প্রতি উপদেশ সমগ্র গীতার বিষয়বস্তু। বাস্তবতঃ গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী, তাই বলা যায় –

'সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালে নন্দন:
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধংগীতামৃতং মহৎ।'

গীতা সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যের একটি অসাধারণ দার্শনিক কাব্যগ্রন্থ। তাছাড়া বহুমতের এমন এক সমন্বয় সাধন শাস্ত্রও বিশ্বে বিরল। আপাত দৃষ্টিতে কর্মযোগকে গীতার প্রধান শিক্ষা বলে মনে হতে পারে। বাল গঙ্গাধর তিলক প্রমুখ মনিষীগণ সেকথাই বলেছেন। কিন্তু স্বযত্ন অনুশীলনে দেখা যাবে যে, এটি একটি অপূর্ব সমণ্বয় গ্রন্থ। ভারতবর্ষে সাধনার নানা প্রন্থা ছিল – কেউ জ্ঞানের সাধনা করত, কেউ ভক্তির, কেউ বা যোগের এই সব প্রন্থা নিয়ে পরস্পর সংঘাত বিবাদ-বিসম্বাদ লেগেই থাকত। ভগবান কৃষ্ণ দেখালেন যে সব সাধন প্রন্থাকে সমণ্বিত ভাবে গ্রহণ করতে হবে। কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান ও যোগ – এই চারটির প্রত্যেকটির পৃথক পথ। কিন্তু চরমে সবপথই এক তত্ত্বে মিলিত হবে। কর্মের প্রসঙ্গে তার বক্তব্য, অনাসক্ত হয়ে কর্ম করলে মানুষ পরমাগতি প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানের সম্পর্কে তাঁর কথা জ্ঞানের মতো পবিত্র এ জগতে আর কিছুই না।

জ্ঞান সর্বাপেক্ষা পবিত্র বস্তু। জ্ঞানক্যে এখানে পরমাত্মজ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে। পরম পুরুষার্থ মোক্ষের প্রতিপাদক জ্ঞানশব্দ। বেদ পরম জ্ঞানের আধার। কিন্তু বেদ কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড সমন্বিত। বেদোক্ত যজ্ঞসমূহ কর্মসঞ্জাত। এগুলি দ্রব্য ও দ্রব্য সাপেক্ষ। দ্রব্যসাধ্য যজ্ঞকর্মের ফল ক্ষীণ - 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকে বিশন্তি'। কিন্তু জ্ঞানশক্তি অনন্ত ও অসীম। দ্রব্যময় যজ্ঞকর্ম জ্ঞানেই পরিসমাপ্তি লাভ করে। ফলে দ্রব্যসাধ্য যজ্ঞ থেকে জ্ঞান যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ।

কর্মে বাসনা-কামনা থাকে। কিন্তু জ্ঞান কামনা-বাসনা শূন্য, নিষ্কলুষ। পরমাত্মা জ্ঞানস্বরূপ। কর্মের আত্যন্তিক পরিণতি জ্ঞানে জ্ঞানের দ্বারাই যোগী কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হন। জ্ঞানযজ্ঞে প্রাক্তন কর্মফলও নষ্ট হয়। কর্মযজ্ঞের ফল সাময়িক ও ক্ষীণ।

পরমাত্মজ্ঞানের তুলনায় কর্মযজ্ঞ জনিত সুখ অত্যল্প। এই অত্যল্প সুখ ব্রহ্মানন্দেই পর্যবসতিত হয়। সাংখ্যযোগে পরমপুরুষ তাই বলেছেন –

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণ্যস্য বিজানতঃ।।

জ্ঞানযোগ- সাত্ত্বিক কর্মযোগের বিশুদ্ধিতেই জ্ঞানযোগের উৎপত্তি। আর জ্ঞানাগ্নিতে ফলাসক্তির দহনই হ'লো জ্ঞানযোগ। সত্য জ্ঞান বা প্রকৃত জ্ঞান অর্থাৎ শুদ্ধজ্ঞান হ'লো জ্ঞানযোগের পাথেয়। অর্থাৎ যা অধ্রুব-নশ্বর-ক্ষর, তার বিপরীতে একমাত্র ধ্রুব, অবিনশ্বর, অক্ষরের জ্ঞান প্রয়োজন। এজন্য জ্ঞানযোগীর উপাস্য হলেন নির্গুণ, অব্যক্ত, অক্ষর অচল, অচিন্ত্য, কূটস্থ, নিত্য, ধ্রুব, অক্ষ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁদের অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়। ফলে তাঁরাও ব্রহ্মেই বিহার করেন। এই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞানী সহজেই বুঝতে পারেন যে, তাঁর শরীর, মন, বুদ্ধি-এগুলোর কোনোটিই প্রকৃত অর্থে আত্মা বা ব্রহ্ম নয়। অর্থাৎ শরীর-মন-বুদ্ধি এসব শাশ্বত তত্ত্ব নয়। ফলে তাঁর পক্ষে অহংবোধ বা কর্তৃত্বাভিমান বিসর্জন দেওয়া আবশ্যিক। সুতরাং তিনি পক্ষে অহংবোধ বা কর্তৃত্বাভিমান বিসর্জন দেওয়া আবশ্যিক। সুতরাং তিনি কর্মকর্তা - এই বোধটি থেকে ব্যক্তিমাত্রকে মুক্তি পেতে হবে। এই জাতীয় মোহময়তা কাটিয়ে ওঠা জ্ঞানযোগীর পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। এইভাবে পরম সূক্ষ্মব্রহ্মাত্মা বা পরমাত্মাকে উপক্যি করবার সাধনই হ'লো জ্ঞানযোগের প্রকৃত সাধনা।

পরমাত্মজ্ঞান বিশ্বসংসারের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠজ্ঞান। এই সংসারে পবিত্র করার জন্য জ্ঞানের মতো পবিত্র আর কিছুই নেই। জ্ঞান স্বয়ং পবিত্র ও পবিত্রকারক। জ্ঞান পাপের মূলোচ্ছেদ করে তাকে চিরতরে বিনাশ করে। মুক্তি উপনিষদে তাই বলা হয়েছে – 'সর্বেষাং কৈবল্যং মুক্তি জ্ঞানমার্গেনোক্তা' – সকল মক্তি কামী সাধকের কৈবল্য তথা মোক্ষ কেবলমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই সম্ভব।

এই পরমাত্মজ্ঞানে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির কেবল অধিকার। বেদবাক্য ও গুরুবাক্যে বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি সাধন পরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় হয়ে পরমাত্মজ্ঞান লাভ করে ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ পরমশান্তিল লাভ করেন। বেদ-বেদান্ত ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস বশতঃ যোগী ইন্দ্রিয় সমূহকে জয় করেন, বিষয়ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে জ্ঞান সাধনায় ব্রতী হন। আর এই জ্ঞানসাধনার ফলশ্রুতি হিসেবে যোগী পরমাত্ম সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়ে পরম শান্তি লাভ করেন।